বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
আপীল বিভাগ

উপস্থিতঃ

বিচারপতি ওবায়দুল হাসান, প্রধান বিচারপতি

বিচারপতি বোরহান উদ্দিন

বিচারপতি এম. ইনায়েতুর রহিম

বিচারপতি মোঃ আশফাকুল ইসলাম

বিচারপতি মোঃ আবু জাফর সিদ্দিকী

ক্রিমিনাল পিটিশন ফর লীভ টু আপীল নং-২৫৫৩/২০২৩

(হাইকোর্ট বিভাগের দ্বৈত বেঞ্চের ফৌজদারী বিবিধ মামলা নং-৫০৬৩৩/২০২৩ এ প্রদত্ত ০৩/০৯/২০২৩ইং তারিখের আদেশ হতে উদ্ভুত)

রাষ্ট্র .....আবেদনকারী

-বনাম-

মোঃ শহিদুল ইসলাম ওরফে সোহেল সিকদার : .....রেসপন্ডেন্ট

আবেদনকারীর পক্ষে	:	জনাব সুজিত চ্যাটার্জী, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল সঙ্গে জনাব সারওয়ার হোসেন বাপ্পী, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল জনাব মোঃ হেলাল আমিন, অ্যাডভোকেট অন রেকর্ড
রেসপন্ডেন্টের পক্ষে	:	জনাব মুরাদ রেজা, সিনিয়র অ্যাডভোকেট সঙ্গে জনাব সাঈদ আহমেদ, সিনিয়র অ্যাডভোকেট জনাব মোঃ আব্দুল হাই ভুঁইয়া, অ্যাডভোকেট অন রেকর্ড
শুনানীর এবং রায় প্রদানের তারিখ	:	১৮ মাঘ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ ০১ ফেব্রুয়ারী ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

রায়

বিচারপতি এম. ইনায়েতুর রহিমঃ

বর্তমান ক্রিমিনাল পিটিশন ফর লীভ টু আপীলটি হাইকোর্ট বিভাগের একটি ডিভিশন বেঞ্চ কর্তৃক দাউদকান্দি থানার মামলা নং-০৩, তারিখ-০২/০৫/২০২৩ইং ধারা-৩০২/১০৯/৩৪, জি.আর

নং-১২৮/২০২৩-এ রেসপন্ডেন্ট-আসামীকে প্রদত্ত অর্ন্তবর্তীকালীন জামিন আদেশের বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়েছে।

জনৈক পপি আক্তার তার স্বামী জামাল হোসেন-এর হত্যার বিষয়ে ০২/০৫/২০২৩ইং তারিখে কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি থানায় বর্তমান রেসপন্ডেন্ট-আসামীসহ মোট ০৯(নয়) জনের নাম উল্লেখ পূর্বক একটি এজাহার দায়ের করেন, যার ভিত্তিতে উপরোক্ত মামলাটি রুজু হয়।

এজাহারে অভিযোগ করা হয় যে, এজাহারকারীনীর স্বামী জামাল হোসেন উপজেলা যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক ছিল। অন্যদিকে আসামীরা এলাকার চিহ্নিত সন্ত্রাসী এবং বহু হত্যা মামলার এজাহারভুক্ত আসামী। মৃত জামাল উদ্দিনের রাজনৈতিক অভিভাবক ছিলেন জিয়ালকান্দি ইউনিয়নের তৎকালীন চেয়ারম্যান মনির হোসেন এবং উক্ত মনির হোসেন কে সন্ত্রাসীরা প্রকাশ্য দিবালোকে মাইক্রোবাস হতে নামিয়ে গুলি ও কুপিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করে। উক্ত হত্যার বিষয়ে মৃত মনির হোসেনের স্ত্রী একটি মামলা দায়ের করেন এবং এজাহারকারীনীর স্বামী জামাল হোসেন উক্ত মামলার তদারকী ও তদবির করতেন। মৃত মনির হোসেন হত্যার মামলার আসামীরা মনির হোসেনের স্ত্রী এবং জামাল হোসেনকে উক্ত মামলা প্রত্যাহারের জন্য বিভিন্ন ভাবে হুমকী প্রদান করে আসছিল; এমনকি মনির হোসেনের স্ত্রী ও জামাল হোসেনকে হত্যার হুমকীও দেয়। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট থানায় একটি জিডি করা হয়।

বিগত ০২/১১/২০২২ইং তারিখে আদালতে মনির হোসেন হত্যা মামলার স্বাক্ষীর জন্য দিন ধার্য ছিল। আসামীগণের হুমকী উপেক্ষা করে জামাল হোসেন ও মনিরের স্ত্রী স্বাক্ষী সহ আদালতে উপস্থিত হওয়ার চেষ্টা করলে আসামীরা তাদের বাধা প্রদান করে। একপর্যায়ে জামাল হোসেনকে আক্রমন করে এবং এলোপাতাড়ি মারধর করে। বিষয়টি লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট আদালতকে জানানো হলে বর্তমান আসামী সোহেল সিকদারকে আটক করা হয় এবং মুচলেকা গ্রহণ করে পরবর্তীতে ছেড়ে দেওয়া হয়। উক্ত ঘটনার পর আসামীরা জামাল হোসেনকে হত্যার পরিকল্পনা করে। বিগত ৩০/০৪/২০২৩ইং তারিখ রাত্র আনুমানিক ৮.০০ ঘটিকার সময় জামাল হোসেন তার বাসা হতে এশার নামাজ আদায় করার জন্য পার্শ্ববর্তী মসজিদে আসার সময় আসামী ইসমাইল তাকে দাড় করিয়ে ঠান্ডা পানি খাওয়ার জন্য অনুরোধ করতে থাকে এবং ঠিক সেই মূহূর্তে বোরকা পরিহিত ০৩

(তিন) জন লোক জামাল হোসেনকে আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে বুকে, পেটে ও পিঠে গুলি করে এবং মাথায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপ মারে। গুলির শব্দ শুনে বাসা হতে জামাল হোসেনের শ্যালিকা সুপা ঘটনাস্থলে এসে মৃত জামালকে কোলে তুলে নিলে মৃত প্রায় জামাল হোসেন সুজন ও আরিফের নাম বলে। অন্যান্য স্বাক্ষীরা ঘটনাস্থলে পৌছালে বোরকা পরিহিত তিন জন লোক ফাঁকা গুলি করতে করতে দৌড়ে পালাতে থাকে। স্বাক্ষীরা বোরকা পরিহিত লোকদের মধ্যে আসামী আরিফকে সনাক্ত করতে সক্ষম হয়। পরবর্তীতে আহত জামাল হোসেনকে স্থানীয় গৌরীপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত ডাক্তাররা তাকে মৃত ঘোষনা করলেও তার মৃত্যু নিশ্চিত হওয়ার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়; এবং ডাক্তাররা সেখানেও তাকে মৃত ঘোষণা করে।

মামলাটি বর্তমানে তদন্তাধীন রয়েছে। তবে গ্রেফতারকৃত আসামী দেলোয়ার হোসেন, সুমন হোসেন, মোঃ শহীদুল ইসলাম, মাজহার হোসেন ঘটনার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তি মূলক জবানবন্দি প্রদান করে। আসামী দেলোয়ার হোসেন ওরফে দেলু বর্তমান আসামী সোহেল সিকদার হত্যার পরিকল্পনার সঙ্গে জড়িত মর্মে ১৬৪ ধারার জবানবন্দিতে উল্লেখ করেছে। বর্তমান আসামী সোহেল সিকদার বিগত ০৬/০৫/২০২৩ইং তারিখে গ্রেফতার হয়। চীফ জুডিসিয়্যাল ম্যাজিস্ট্রেট কুমিল্লা ও পরবর্তীতে দায়রা জজ আদালত, কুমিল্লা কর্তৃক আসামী সোহেল সিকদারের জামিন আবেদন নামঞ্জুর হলে উক্ত আসামী বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে ফৌজদারী কার্যবিধির ৪৯৮ ধারা অনুযায়ী ফৌজদারী বিবিধ মামলা নাম্বার- ৫০৬৩৩/২০২৩ দায়ের করে এবং হাইকোর্ট বিভাগের অবকাশ কালীন একটি ডিভিশন বেঞ্চ তর্কিত আদেশের দ্বারা আসামী সোহেল সিকদারকে রুল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত অন্তবর্তীকালীন জামিন মঞ্জুর করেন।

উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে রাষ্ট্র পক্ষ ক্রিমিনাল মিসিলিনিয়াস পিটিশন ফর লীভ টু আপীল (সিএমপি) নং-২১৪৭/২০২৩ দায়ের করেন।

রাষ্ট্র পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী, বিজ্ঞ জাজ ইন চেম্বারকে অবহিত করেন যে, আসামী হাইকোর্ট বিভাগে জামিন নেয়ার ক্ষেত্রে নানা ছলচাতুরীর আশ্রয় নিয়েছেন। তার দাখিলকৃত মোশন একাধিক বেঞ্চে স্থানান্তর করে পরবর্তীতে ছুটির সময় অবকাশকালীন বেঞ্চ হতে তকির্ত আদেশটি

নিয়েছেন এবং জামিন আদেশ প্রাপ্তির মাত্র ৪/৫ ঘন্টার মধ্যে বিজ্ঞ চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে জামিন নামা সম্পাদন করে জেল হাজত হতে মুক্ত হয়েছে।

বিজ্ঞ চেম্বার জজ আদালত উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীদের বক্তব্য শ্রবণ করার পর ২৩/৯/২০২৩ইং তারিখে নিম্নোক্ত আদেশটি প্রদান করেন।

"প্রার্থনা অনুসারে তর্কিত আদেশটি ০৮(আট) সপ্তাহের জন্য স্থিগত করা হলো।

ইতোমধ্যে, আবেদনকারীকে নিয়মিত লীভ পিটিশন দাখিলের নির্দেশ দেওয়া হলো।

আসামী রেসপন্ডেন্টকে আগামী ২১/০৯/২০২৩ইং তারিখের মধ্যে চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, কুমিল্লা আদালতে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেওয়া হলো।

চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, কুমিল্লাকে আগামী ০৬/১১/২০২৩ইং তারিখের পূর্বে এই মর্মে লিখিত ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো যে, কিসের ভিত্তিতে হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক মূল আদেশের অফিসিয়াল কপি প্রাপ্তির পূর্বে আসামীর জামিন নামা গ্রহণ করা হয়েছে।

রেজিস্ট্রার জেনারেল, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টকে অবিলম্বে একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠন পূর্বক অত্র মামলার আসামী রেসপন্ডেন্টের জামিন আদেশের কপি অতিদ্রুততার সাথে (মাত্র ৩/৪ ঘন্টার মধ্যে) প্রস্তুত পূর্বক কি প্রক্রিয়ায় প্রেরণ করা হলো এবং এ প্রক্রিয়ার সাথে কোন কোন ব্যক্তি জড়িত সে সম্পর্কে একটি অনুসন্ধান প্রতিবেদন আগামী ০৬/১১/২০২৩ইং তারিখের পূর্বে আদালতে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হলো।

দরখাস্তটি শুনানীর জন্য আগামী ০৬/১১/২০২৩ইং তারিখে আদালতের কার্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হোক।"

উপরোক্ত আদেশ প্রতিপালনে আসামী সোহেল সিকদার সংশ্লিষ্ট আদালতে নির্ধারিত তারিখের পূর্বেই আত্মসমর্পন করেন এবং হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক দুই সদস্য বিশিষ্ট একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠন করা হয়। অনুসন্ধান কমিটি সামগ্রিক বিষয়ে অনুসন্ধান পূর্বক বিগত ০৫/১১/২০২৩ইং তারিখে একটি প্রতিবেদন দাখিল করেন। ঐ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে-

> "সার্বিক পর্যালোচনায়, বিজ্ঞ চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, কুমল্লিা জনাব সোহেল রানা সরল বিশ্বাসে এবং পক্ষগণকে হয়রানি না করার মানসিকতায় দীর্ঘদিনের চলমান প্রাকটিস হিসেবে মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগের জামিন আদেশের মূল কপির জন্য অপেক্ষ না করে অনলাইনে আপলোড কপির ভিত্তিতে বেইল বন্ড গ্রহণ করেছেন মর্মে নিম্ন স্বাক্ষরকারীদের নিকট আপাত প্রতীয়মান হয়।
>
> তবে উপরোল্লিখিত আলোচনার আলোকে মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগের সংশ্লিষ্ট বেঞ্চের জামিন আদেশের কপিটি স্বাভাবিক নিয়ম ব্যতিরেকে দ্রুততম সময়ে অনলাইনে আপলোড হওয়া এবং সংশ্লিষ্ট ডেসপ্যাচ (আদান-প্রদান) শাখায় প্রেরণের ক্ষেত্রে জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন, সহকারী রেজিস্ট্রার (ফৌজদারী-১), হাইকোর্ট বিভাগ এবং জনাব মোঃ আব্বাস আলী, অফিস সহকারী, ফৌজদারী মিস শাখা, হাইকোর্ট বিভাগ-দের ভুমিকা ছিল মর্মে আপাত দৃষ্টিতে প্রতীয়মান হয়।"

লীভ পিটিশনটি শুনানীকালে রাষ্ট্র পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীগণ নিবেদন করেন যে, এজাহারে আসামীর বিরুদ্ধে মৃত জামাল উদ্দিনকে হত্যার ষড়যন্ত্রের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আছে। উপরন্তু গ্রেফতারকৃত আসামী দেলোয়ার হোসেন, জামাল উদ্দিন-কে হত্যার পরিকল্পনার সাথে আসামী সোহেল সিকদারের জড়িত থাকার বিষয়টি উল্লেখ করেছে; মামলাটি চাঞ্চল্যকর ও তদন্তাধীন। হাইকোর্ট বিভাগ এইসব বিষয়ে বিবেচনা না করে আসামীকে অন্তবর্তিকালীন জামিন দিয়েছেন; যা আইন সংগত নয়।

অপরদিকে রেসপন্ডেন্ট-আসামীপক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব মুরাদ রেজা নিবেদন করেন যে, এজাহারে বর্তমান আসামীর বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ সুনির্দিষ্ট নয় এবং একজন সহ আসামী বর্তমান আসামীর নাম উল্লেখ করলেও অপর দুইজন সহ আসামী তাদের ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারার জবানবন্দিতে বর্তমান আসামীর নাম উল্লেখ করে নাই। সুতরাং, হাইকোর্ট বিভাগ আইন ও ন্যায় সঙ্গত ভাবে আসামীকে অর্ন্তবর্তীকালীন জামিন দিয়েছেন। উপরন্তু বিজ্ঞ চেম্বার জজ আদালত কর্তৃক আদেশ প্রতিপালনে আসামী নিম্ন আদালতে আত্মসমর্পন করেছে।

উভয় পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবীদের বক্তব্য শ্রবণ, এজাহারসহ আসামীদের ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ জবানবন্দি পর্যালোচনা করা হলো। সামগ্রিক পর্যালোচনায় হাইকোর্টের অন্তবর্তীকালীন জামিনে হস্তক্ষেপ করার আইন ও যুক্তি সংগত কোন কারণ আছে বলে আমরা মনে করি না। অতএব, হাইকোর্ট প্রদত্ত অন্তবর্তীকালীন আদেশ বহাল রাখা হলো এবং আসামী সোহেল সিকদারকে অবিলম্বে জামিননামা দাখিলের শর্তে জামিনে মুক্তির নির্দেশ দেওয়া হলো।

তবে, জামিন আদেশের মাত্র ৪/৫ ঘন্টার মধ্যে জামিননামা সম্পাদন করে আসামী জেল হাজত হতে মুক্তি হওয়ার বিষয়টি আমাদের বিস্মিত করেছে। আসামী পক্ষে 'সুপার-সনিক' গতিতে সংশ্লিষ্ট বেঞ্চ কর্মকর্তাদের দ্বারা জামিন আদেশ প্রস্তুত, মাননীয় বিচারপতিগণের স্বাক্ষর গ্রহণ, আদালত হতে ফাইল সংশ্লিষ্ট সেকশনে প্রেরণ, সংশ্লিষ্ট সেকশন হতে আদেশ প্রস্তুত পূর্বক অন-লাইনে আপলোড করে বিজ্ঞ চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, কুমিল্লা কর্তৃক জামিননামায় স্বাক্ষর গ্রহণ ইত্যাদি দাপ্তরিক কাজগুলি এত বেশী দ্রুততর করা হয়েছে যে, তাতে অফিস-আদালতে আসামী ও তার তদবীরকারকের অনৈতিক ও অশুভ প্রভাব প্রকট ভাবে দৃশ্যমান, যা নিন্দনীয় ও অনুমোদন যোগ্য নয়। ভবিষ্যতে এ বিষয় সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্ক ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে নির্দেশ দেওয়া হলো।

এটা প্রত্যাশা করা অন্যায্য (unjust) হবে না যে, অতি ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র ব্যতীত হাইকোর্ট বিভাগের মাননীয় বিচারকবৃন্দ কার্য তালিকায় দিন-তারিখ অনুসারে ও আদেশ প্রদানের ক্রম অনুযায়ী জামিনসহ অন্যান্য জরুরী অর্ন্তবর্তী আদেশসমূহে স্বাক্ষর প্রদান করবেন। আদেশ স্বাক্ষরের পর একই পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট বেঞ্চ কর্মকর্তাবৃন্দ তা সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রেরণ করবে। সংশ্লিষ্ট

শাখা একইভাবে আদেশ প্রাপ্তি ও গ্রহণের পর তারিখ ও ক্রম অনুসারে আদেশ সংশ্লিষ্ট আদালতে প্রেরণ ও অন-লাইনে আপলোড করবে।

অতএব, হাইকোর্ট বিভাগের সংশ্লিষ্ট অফিস-কে মাননীয় বিচারকদের রায় ও আদেশ বিশেষতঃ জামিন আদেশ ও অন্যান্য অর্ন্তবর্তী আদেশ প্রাপ্ত হওয়ার পর নথিটি গ্রহণ এবং প্রাপ্তির পর দিন ক্ষনের ক্রমানুসারে আদালতের আদেশ সংশ্লিষ্ট আদালতে প্রেরণ ও অন-লাইনে আপলোড করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হলো।

অনুসন্ধান প্রতিবেদন হতে প্রতিয়মান হয় যে, আসামীর জামিন আদেশ প্রেরণের ক্ষেত্রে অত্র আদালতের কয়েকজন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর অতি উৎসাহের বিষয়টি উন্মোচিত হয়েছে। এধরনের কার্যকলাপ রোধে সংশ্লিষ্ট বেঞ্চ অফিসার এবং হাইকোর্ট বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখাকে সতর্ক করা প্রয়োজন এবং সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য রেজিষ্ট্রার, হাইকোর্ট বিভাগ-কে নির্দেশ দেওয়া যাচ্ছে।

অনুসন্ধান প্রতিবেদনে আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিজ্ঞ চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, কুমিল্লার সামনে হাইকোর্ট বিভাগের অন্তবর্তী জামিন আদেশের কোন কপি ছিল না; চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট অনলাইনে আপলোডকৃত আদেশের ভিত্তিতে মূল আদেশের কপি পাওয়ার পূর্বেই জামিন নামায় স্বাক্ষর করেছেন। এ ধরনের কর্মকান্ড অনুমোদন যোগ্য নয়, কারণ এ ঘটনা থেকে উক্ত বিচারক সম্পর্কে নানাবিধ ধারনা সৃষ্টি হতে পারে। অনুসন্ধান প্রতিবেদন হতে এটা প্রতিয়মান হয় না যে, বিজ্ঞ চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, কুমিল্লা প্রতিটি ক্ষেত্রে একই নিয়ম বা পদ্ধতি অনুসরন করে থাকতেন। তিনি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তার ইচ্ছানুযায়ী এ নিয়ম অনুসরণ করেন এটাই প্রতিয়মান। জনাব সোহেল রানা, বিজ্ঞ চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, কুমিল্লা-কে সতর্ক করা হলো এবং ভবিষ্যতে আইন বিধি অনুযায়ী দায়িত্ব পালনে আরো সজাগ ও দায়িত্ববান হতে সচেষ্ট থাকতে নির্দেশ দেওয়া হলো।

বিগত করোনাকালীন সময়ে বিভিন্ন আদেশের কপি সংশ্লিষ্ট বেঞ্চ অফিসার কর্তৃক সত্যায়িত করে অনলাইনে আপলোড করা হতো; এবং সে সময় সুপ্রীম কোর্ট হতে নির্দেশনা ছিল ঐ আদেশের ভিত্তিতে পরবর্তী ব্যবস্থা বা কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে। কিন্তু বর্তমান

অবস্থায় শুধুমাত্র অনলাইনের ফলাফলের উপর নির্ভর করে জামিননামা সম্পাদন যেমন বিধি সম্মত নয়, তেমনি অনুমোদন যোগ্যও নয়। সংশ্লিষ্ট বিচারক বা ম্যাজিস্ট্রেট মূল আদেশ প্রাপ্তির পরে অনলাইনে শুধুমাত্র আদেশটি কনফার্ম হওয়ার বিষয়ে নিশ্চিত হবেন। ভবিষ্যতে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

এমতাবস্থায়, ক্রিমিনাল পিটিশন ফর লীভ টু আপীলটি উপরোক্তভাবে পর্যবেক্ষণসহ নিষ্পত্তি করা হলো।

অত্র আদেশের কপি সুপ্রীম কোর্টের ওয়েব সাইট ও সংশ্লিষ্ট সকল আদালতে প্রেরণ করা হোক।

রেজিস্ট্রার জেনারেল, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ও রেজিস্ট্রার, হাইকোর্ট বিভাগ-কে উপরোক্ত আদেশের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হলো।

প্রধান বিচারপতি।

বিচারপতি।

বিচারপতি।

বিচারপতি।

বিচারপতি।

ই.সরওয়ার/বি.ও
মোট শব্দ-১৭০৮